যতীন্দ্র প্রশস্তি

অধ্যাপক—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

পুরাণে শুনেছি পুরাণো কাহিনী,
আপনার প্রাণ দধীচি দিলেন বলি।
দেশহারা দেবগণের লাগিয়া,
মানিনি সে কথা কবি-কল্পনা বলি।
আজি দেখিলাম নয়নের সম্মুখে—
দেশের লাগিয়া, হে মহাতাপস,
মৃত্যুর দ্বারে গেলে তুমি হাসি মুখে!
তোমারে হেরিয়া নোয়াইল মাথা,
মৃত্যু দেবতা কহিল "অতিথি মম,
ও-চরণ-পাতে পূতপুরী মোর,
বল কিবা চাও ওগো মহনীয়তম"।
মরণের বরে বহ্নি হইলে,
নব নচিকেতা, মুক্তিযজ্ঞে, যা'র
দীপ্র শিখায় অশিব যা কিছু
আঁখির পলকে জ্ব'লে হবে ছারখার!
ভয় কারে বলে জান নাই কভু,
মান নাই কভু দুঃখে দুঃখ বলি;
ক্ষুদ্র স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা
আজীবন এ'লে ঘৃণায় চরণে দলি।

তরুণ পূজারী, কত ভালো তুমি
বেসেছিলে ঐ শুভ্র জীবনটীরে,
আপন প্রাণের পঞ্চ প্রদীপে.
আরতি করিলে তাই দেশ জননীরে!
বাহিরে তোমার অনশন ব্রত,
অন্তরে তুমি অমৃত করিলে পান!
বন্দী ভারতে দিয়ে গে'লে বীর,
মরণের পথে মুক্তির সন্ধান।
যে ধারা আনিলে আজি. ভগীরথ,
উচ্ছল তা'র, উদ্দামতা'র স্রোতে
কোথা নিয়ে যাবে কেহ নাহি জানে
ইন্দ্ররাজার লক্ষ ঐরাবতে!

যতীন্দ্র-তর্পণ

জমাট বাঁধা বুকের ব্যথা—
কইতে নারি দুখের কথা,
দিল্‌খানা হয় খিল্‌-ভাঙ্গা মোর কালের স্পন্দনে!
চোখের পানি শুকিয়ে আসে
জ্বালার আগুন নেত্রে ভাসে,
ডুক্‌রে ওঠে হৃদয়-বীণা আকুল-ক্রন্দনে!